110

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

২৮ ডিসেম্বর ওসমানী উদ্যানে প্রতীক অনশন

সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন না করায় বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষোভ

নাছিম-উল-আলম ঃ দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক এখন চরম হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তাদেরকে দেয়া সরকারের অতীতের সব প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যেই অসাড় প্রমাণিত হতে শুরু করেছে বলে তারা মনে করছেন। আগামী ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার ওসমানী উদ্যানে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ থালা-বাসন হাতে সকাল-সন্ধ্যা প্রতীক অনশন পালন করবে।

দেশের প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক প্রতিদিন প্রায় পৌনে এক কোটি শিশুকে শিক্ষাদান করছে। কিন্তু তাদের জীবিকার স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। এসব শিক্ষকগণ বিগত বিএনপি সরকারের আমল থেকে মাত্র ৫২৫ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত বেতন লাভ করছে সরকারী রাজস্ব খাত থেকে।

কিন্তু তারা বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা, উৎসব ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান সুযোগ ও স্বীকৃতি পায়নি। এ লক্ষ্যে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বিগত সরকারের আমল থেকে আন্দোলন করছে। তৎকালীন সরকার তাদের দাবীসমূহ মেনে নেয়ার অঙ্গিকার করেছিল। সে সময়ের আন্দোলনের সাথে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী একাত্মতা ঘোষণাসহ ক্ষমতায় গেলে তাদের সব দাবী মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতায় যাবার প্রায় দেড় বছর পরে সে লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন।

ইতোমধ্যেই বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ঢাকায় ভুখা মিছিল, প্রতীক অনশন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। অথচ বর্তমান সরকারের অনেক মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও সেদিন রাজপথে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। তাদের অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন, ক্ষমতায় যাবার পরে সব দাবী মেনে নেয়ার অঙ্গিকার করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় যাবার পরে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। তবে যেহেতু এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ রাজস্ব খাত থেকে সরকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের একটি অংশ পাচ্ছেন, সেহেতু নতুন স্কেল কার্যকর হলে তারাও অতি সামান্য কিছু সুযোগ ভোগ করবেন। কিন্তু তাদের মূল বেতনে নেয়া হচ্ছে না।

এদিকে সম্প্রতি বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সামসুল আলমসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস এ মালেক-এর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। সেখানে এসব শিক্ষকবৃন্দের দাবীর প্রতি সরকারের সহানুভূতির কথাও বলা হয়েছে। বৈঠক চালিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দের দাবীসমূহের ব্যাপারে সমাধানে পৌছার ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী একটি স্বীকৃতিবিহীন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন গত ৩০ নভেম্বর। এতে মূল বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও দেশের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দ আরো ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সরকার স্বীকৃত সংগঠনকে বাদ দিয়ে সাইনবোর্ড সর্বস্ব শিক্ষক প্রতিনিধির সাথে কি কারণে যোগাযোগ করছেন তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দের বোধগম্য নয় বলে সমিতির সভাপতি সামসুল আলম ইনকিলাবকে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সামসুল আলমের নেতৃত্বাধীন মূল সমিতির আন্দোলনের সাথেই একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। তখন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আরো কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী দেবে বলে সমিতির সভাপতি সামসুল আলম জানিয়েছেন। সার্বজনীন শিক্ষার স্বার্থে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবীর বিষয়টি সহানুভূতি ও বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনার দাবী রাখে বলে পর্যবেক্ষক মহল মত প্রকাশ করছেন।